হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দিনাজপুর

শোকাবহ আগস্ট-২০২৪ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান** প্রদত্ত

শোক বার্তা

আজ শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিন। আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জন্য শোকের মাস। ১৯৭৫ সালে এ মাসের ১৫ তারিখে বাঙালি জাতি হারিয়েছিল শত সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত নেতা, ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এ দিনটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধুর এক শোকের দিন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট নরপিশাচরূপী খুনিরা শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এ বর্বরতায় বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও জাতির পিতার ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ ও কর্তব্যরত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী শাহাদত বরণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালি জাতি বিচারহীনতার কলঙ্ককের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করতে ঘৃণ্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে এ বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। নিয়মতান্ত্রিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ২০১০ সালে ঘাতকদের ফাঁসির রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা হত্যার বিচারের সম্পুর্ণ রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়া এখনও চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি এ প্রক্রিয়া অতি দ্রুতই সমাপ্ত হবে।

বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে হত্যা করা হলেও তার মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, তিনি জ্যোতির্ময়। কেননা একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনি। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন অমর তিনি। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাই এ জাতির চেতনায় তিনি চিরঞ্জীব। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। শোষক আর শোষিতে বিভক্ত সেদিনের বিশ্ববাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিতের পক্ষে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর চেতনা অবিনশ্বর। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির ভাস্মর, চির প্রবাহমান থাকবে। ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর একান্তই নিজস্ব চিন্তার

ফসল ৬ দফার আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির মনের মনিকোঠায় তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন জাতির পিতা হিসেবে। তারই সুবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে, ২৬ মার্চের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ, ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর দু লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

৭৫'র আগস্টে বিদেশে অবস্থান করার কারণে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন, স্বপ্ন দেখাতে জানেন, স্বপ্ন বাস্তবায়নের যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখেন। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান। বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের স্বীকৃতি এসেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ' এবং সর্বশেষ প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল- ২০২২' প্রতিবেদন থেকে। এই প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে বাংলাদেশকে ২০২০ সালের সূচকে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের মধ্যে ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যদ্বাণী করে আরও বলা হয়েছে, আগামী ১৫ বছর পর অর্থাৎ ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ বলেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হতে যাচ্ছে। এর মূলেই রয়েছে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় অগ্রগতি অর্জনের পরিষ্কার ধারণা উঠে এসেছে জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও। বিশ্বের নীতিনির্ধারণী এই আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তকমা ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল দেশ।

পরিশেষে, হাবিপ্রবি পরিবারসহ সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন ব্যক্তিস্বার্থ ও সংঘাত পরিহার করে স্বাধীনতা বিরোধী ও দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করি।

জয় বংলা জয় বঙ্গবন্ধু ।

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, হাবিপ্রবি